সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in
১৭ আশ্বিন ১৪২৭
৪.০০ টাকা
* দক্ষিণবঙ্গ সংস্করণ রবিবার | ৪ অক্টোবর ২০২০
ভিতরে ছুটি | বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি | সর্বনিম্ন ২৭°/৩৪° সর্বাধিক | ১২ পাতা

হাসপাতালে

কোভিড চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলেন ট্রাম্প। স্ত্রী মেলানিয়া বাড়িতেই

৯

মরুঝড়

শারজায় শ্রেয়সের মরুঝড়।

১২

এক ঝলক

বাংলায় ২৪ ঘণ্টায়

- নতুন সংক্রমণ ৩,৩৪০।
- করোনামুক্ত ২,৩৪,৭১২।
- একদিনে মুক্ত ৩,০১৩।
- চিকিৎসাধীন ২৭,১৩০।
- মোট আক্রান্ত ২,৬৬,৯৭৪।
- একদিনে মৃত্যু ৬২ জনের। সব মিলিয়ে মৃত্যু ৫,১৩২।
- কোমর্বিডিটিতে মৃত্যু ৪,৩৬৪।
- কলকাতায় সংক্রমণ ৬৩১ জনের। মৃত্যু ১৩ জনের।
- ২৪ ঘণ্টায় টেস্ট ৪১,১২৮।
- সবমিলিয়ে টেস্ট ৩৩,৫৫,৭২৬।

আজ যেমন

মেষ	রাগ
বৃষ	চিন্তা মুক্তি
মিথুন	মানসিক চাপ বৃদ্ধি
কর্কট	অর্থযোগ
সিংহ	উদ্বিগ্নতা
কন্যা	বিতর্ক বর্জন
তুলা	শত্রুতা
বৃশ্চিক	উত্তেজনা হ্রাস
ধনু	রক্তচাপ বৃদ্ধি
মকর	কষ্ট
কুম্ভ	অলসতা
মীন	উৎকণ্ঠা

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী

‘মন চাইছে হাথরসে যাই’

অত্যাচারিতের পক্ষে, তাই আজ আমিও দলিত : মমতা

স্টাফ রিপোর্টার: কোভিড বিধি মেনেই সাত মাস কোনও কর্মসূচি নেননি। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের হাথরসে দলিতকন্যার উপর অত্যাচার তাঁকে আর ঘরে বসে থাকতে দিল না। প্রতিবাদে পথে নামলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে কালো পতাকা আর টর্চ নিয়ে শনিবার বিড়লা তারামণ্ডলের সামনের জওহরলাল নেহরু রোড ধরে সোজা মেয়ো রোড, গান্ধীমূর্তির পাদদেশ। অনেকদিন পর কলকাতায় তাঁর মিছিল। শেষে বক্তৃতা। ক্ষোভ উগরে দিলেন। তবে কণ্ঠ যেন ভার। বললেন, “আমার মন পড়ে আছে উত্তরপ্রদেশের ওই গ্রামে। যে গ্রামে আমার এক দলিত বোনকে অত্যাচার করে খুন করে জ্বালিয়ে দিল। তার পরিবারকে দেখতেও দিল না।” আশঙ্কা করে বলেছেন, “বিজেপিই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় প্যানডেমিক। রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে যাচ্ছে দেশ। স্বৈরতন্ত্র চলছে। কোনও গণতন্ত্র দেশে নেই।”

একদিন আগে পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলকে হাথরসের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছিল না স্থানীয় প্রশাসন। সংবাদমাধ্যমকেও না। মমতা ফোনে কথা বলতে চেয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু সব ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। দু’দিন আগেই তৃণমূলের তফসিলি সাংসদরা গিয়েও হেনস্থার মুখে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, “এ রাজ্যে মিনাখাঁয় একটা মারামারি হলেও সমস্ত কমিশন চলে আসে। ১৪৪ ধারা থাকলেও এলাকায় ঢোকে। ডিজি, এসপিদের ডেকে কত প্রশ্ন। এখন দেশের সব কমিশন কোথায়?” বিজেপিকে সাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এর পরই বলেছেন, হাথরাস তিনি যাবেনই। তাঁর কথায়, “কী ভেবেছেন, পুলিশ দিয়ে আমাদের আটকে রাখবেন? আজ দেবেন না। কাল দেবেন না। পরশু দেবেন না। কিন্তু সময় আসবে। কবে আমি যাব জানতেও পারবেন না। আমি যাব। ওদের সঙ্গে দেখাও করব। কারণ দলিতকন্যা আমার ঘরেরই মেয়ে।” সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ একাধিকবার বিজেপি তুলেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সে প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যেদিন যার উপর অত্যাচার হয়, সেদিন সেটাই তাঁর জাতি। তিনি মানবিকতার তোষণ করেন। বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপি যে অস্ত্রে তাঁকে বিঁধতে চাইছে, সেটাই আগামী লড়াইয়ে তিনি অস্ত্র করে নেবেন। তাঁর কথায়, “যখন মুসলমান বিপদে পড়ে আমি তাদের পাশে দাঁড়াই। আদিবাসীরা বিপদে পড়লে সেদিন আমি আদিবাসী। আজ দলিতরা বিপদে পড়েছে। আজ আমি দলিত।” মমতার কটাক্ষ, নিরবে দহন চলছে গোটা দেশে। বিজেপির কাছে পরিযায়ী শ্রমিকের তথ্য নেই। কাজহারা লোকের তথ্য নেই। তথ্য আছে শুধু বাংলার। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলকে আন্দোলনে নামতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত দলিত, আদিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে এই ঘটনা তুলে ধরতে হবে। নতুন স্লোগান তৈরি হয়েছে, ‘বিজেপি হঠাও, বেটি বাঁচাও’। সুশান্ত সিং রাজপুতের ঘটনা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন রাজনীতির। বলেছেন, “ভোট এসেছে বলে রাজনীতি হচ্ছে। আসল কারণ বার করুন।”

কলকাতার রাজপথে হাথরস কাণ্ড নিয়ে মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শনিবার। —পিন্টু প্রধান

টাকায় ‘না’ পরিবারের, সিবিআই চান যোগী

লখনউ : “টাকা চাই না। ন্যায়বিচার চাই।”

দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট ভাষায় সংবাদমাধ্যমকে ঠিক এ কথাই জানাল হাথরসের ঘটনায় মৃত দলিত তরুণীর পরিবার। তাঁদের সপাট প্রশ্ন, “আমরা জানতে চাই, সেদিন রাতের অন্ধকারে কার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? এবং কেন?” শনিবার হাথরসের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপারিশ করেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তবে নির্যাতিতার পরিবার সিবিআই তদন্তে খুশি নয়। তারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান।

গত দু’দিন ধরে দফায় দফায় আটকানো, বাধা দেওয়া, এমনকী আইন-কানুনের ভয় দেখিয়ে রীতিমতো নিগ্রহ করার পর অবশেষে শনিবার মিডিয়া-কর্মীদের হাথরসের গ্রামে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিল যোগী প্রশাসন। সেইমতোই সাংবাদিকরা নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে, তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। মঙ্গলবারের অভিশপ্ত রাতের বিষয়ে জানতে চান। আর তারই জবাবে ঘটে আবেগের বিস্ফোরণ। ক্ষোভের ঝাঁজালো বহিঃপ্রকাশ। মিডিয়ার কাছে মুখ খুলে, প্রথমেই তরুণীর পরিবার সাফ জানিয়ে দেয়, তাঁরা প্রশাসনের কাছে আর্থিক অনুদান চান না। তাঁরা ন্যায় চান। সুবিচার আশা করেন। মিডিয়া-কর্মীদের কাছে তরুণীর ভাইয়ের প্রশ্ন, “আমি জানতে চাই, সেদিন কার দেহ চুপিসাড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? যদি সেটা আমার বোনের দেহ হয়, তাহলে কেন ওইভাবে গোপনে পুড়িয়ে দেওয়া হল? আমরা বার বলেছিলাম, আমাদের অন্তত শেষবারের মতো দেখতে দেওয়া হোক। কিন্তু ওরা শুনল না। কেন?” এতেই না থেমে তিনি আরও বলেন,

নয়ের পাতায়

দিনভর নাটক, সন্ধ্যায় গ্রামে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

হাথরসে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। -পিটিআই

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছেন হাথরস নির্যাতিতার মা। সান্ত্বনা দিতে দিতে চোখও মুছলেন প্রিয়াঙ্কা। প্রায় ৫০ মিনিট পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন রাহুল গান্ধী, অধীররঞ্জন চৌধুরী, কে সি বেণুগোপাল, মুকুল ওয়াসনিকরা। নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়ার কথা বললেন রাহুল। সূত্রের খবর, নিপীড়িতার পরিবার বলে, আপনারা বিচার পাইয়ে দিন। অনুরোধ করেন তাঁদের আইনি সাহায্য দেওয়ার জন্য। সিট বা সিবিআই নয়, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারবিভাগীয় তদন্তের কথাও বলা হয় পরিবারের তরফে। তিনটে প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় নির্যাতিতার পরিবার। কাকে বলে দেহ নিয়ে আসা হল, কেন না দেখিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁদের উপর এই অত্যাচার কেন হচ্ছে। জবাবে রাহুল বলেন, বিচার পেতে পরিবারকে সবরকম সাহায্য করবে কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, রাহুল-প্রিয়াঙ্কা পরিবারটিকে চেক দিয়েছেন। তবে তাঁরা খাম না খোলায়, টাকার পরিমাণ জানা যায়নি। মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর রাহুল বলেন, “ওঁরা চান জেলাশাসককে দ্রুত সরানো হোক। এই পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। তাতে ওরা ফেল।” প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য, “আমরা পরিবারকে বিচার পাইয়ে তবে ছাড়ব। যতক্ষণ না বিচার হবে, আমাদের লড়াই চলবে। কেউ আটকাতে পারবে না।”

‘বিশ্বের কোনও শক্তিই আমায় আজ ওই দুঃখী পরিবারের সঙ্গে দেখা করা থেকে আটকাতে পারবে না।’ সকালেই টুইটে হুংকার ছেড়েছিলেন রাহুল। তার আগেই অবশ্য দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকা সাংসদদের কাছে বার্তা চলে যায় ২৪ আকবর রোডের কংগ্রেস সদর দফতর থেকে। দু’টো নাগাদ তাঁদের নিয়ে হাথরস রওনা দেবেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে যায় ভার্চুয়াল বিশ্বে। খবর যায় উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছেও। ডিএনডি-র পুরনো টোল প্লাজায় মোতায়েন হয় বিশাল সংখ্যক পুলিশকর্মী। একদিকে ‘উপর থেকে আসা নির্দেশ’ মেনে অনড় পুলিশ। অন্যদিকে হাথরস যেতে অটল রাহুল-প্রিয়াঙ্কারা। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে মিলল রফাসূত্র। যেহেতু হাথরসে রয়েছে ১৪৪ ধারা, তাই পাঁচজন কংগ্রেস নেতাকে উত্তরপ্রদেশ ঢোকার অনুমতি দিল প্রশাসন। কংগ্রেস সমর্থকরাও বাধা টপকানোর চেষ্টা চেষ্টা করায় শুরু হয় লাঠিচার্জ। পুলিশের চোখে চোখ রেখে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্ধার করলেন প্রিয়াঙ্কা। নিজের গাড়িতে তুলে করেছেন প্রাথমিক শুশ্রূষা। কিছুক্ষণ পর তাঁরা হাথরসে রওনা হন। অপেক্ষা করেও ঢুকতে না পেরে ফিরে গেলেন অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদরা।

অটল টানেলের উদ্বোধন মোদির

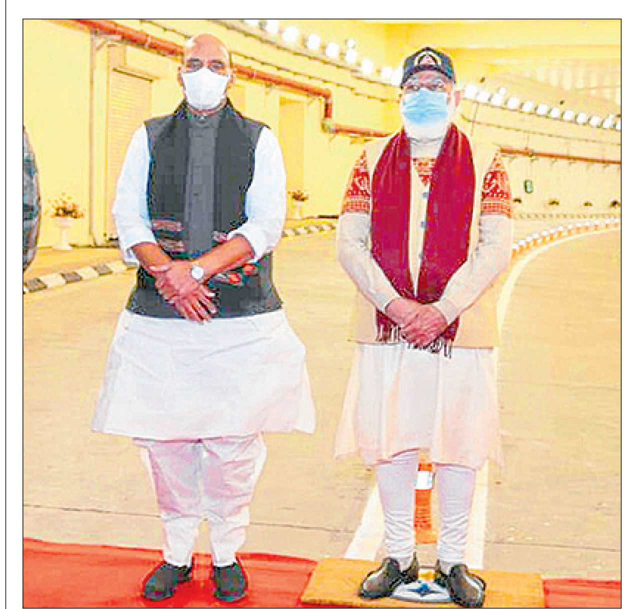

অটল টানেলের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। -পিটিআই

চিনের চোখে চোখ, আরও কাছে লাদাখ

রোটাং : লাদাখে প্রকৃত সীমান্তরেখা, এলএসি-কে কেন্দ্র করে ভারত-চিনের মধ্যে চলা দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্যেই শনিবার হিমাচল প্রদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ ‘অটল টানেল’-র উদ্বোধন করে তা জাতির উদ্দেশে নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ফুট উঁচুতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে পিরপাঞ্জাল পর্বতমালার বুক চিরে তৈরি হওয়া মানালি থেকে লেহ পর্যন্ত ৯ দশমিক ২ কিলোমটার দীর্ঘ এই টানেল ভারতকে সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে দিল। লাদাখে ভারত-চিন যে উত্তেজনা রয়েছে তাতে শীতকালে সেখানে কী পরিস্থিতি থাকবে তা নিয়ে সংশয় ছিল। অটল টানেল সেক্ষেত্রে ভারতকে কৌশলগতভাবে অনেকটাই এগিয়ে দিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টানেল শুধুমাত্র মানালি ও লেহ-র মধ্যে ৪৫ কিলোমিটার যাত্রাপথ কমানো এবং ৪ থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় বাঁচানোর কাজই করবে তা নয়, শীতকালে প্রবল তুষারপাতের কারণে বছরে প্রায় পাঁচ মাস এই রাস্তা বন্ধ থাকার জন্য লাদাখের লাহুল-স্পিতি উপত্যকা বিচ্ছিন্ন থাকত, অটল টানেল চালু হওয়াতে এই রাস্তা দিয়েই সেনাবাহিনী এবং তাদের রসদ দুই-ই লাদাখে পৌঁছাতে আর কোনও সমস্যা হবে না এবং লাদাখে সেনা মোতায়েন করার ক্ষেত্রে ভারত সুবিধাজনক অবস্থায় চলে এল। অটল টানেলের ফলে লে-লাদাখের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসবে, সেই সমস্ত বিষয়ই এদিনের উদ্বোধনী ভাষণে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু টানেলটি সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তা এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সেনাপ্রধান এম এন নারভানে এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের উপস্থিতিই বলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোদি বলেছেন, “সীমান্ত সংযোগকারী জায়গাগুলিতে নিয়মিত সুরক্ষা বাহিনী পাঠানো নিশ্চিত করা এবং টহল দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সুড়ঙ্গ বিশেষ সাহায্য করবে। অটল টানেল ভারতের সীমান্ত পরিকাঠামো ক্ষেত্রে নতুন শক্তি জোগাবে এবং এটি বিশ্বমানের সীমান্ত সংযোগের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।” মোদি আরও বলেন, “২০০২ সালে অটলজি এই টানেলের জন্য সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। পরে এই কাজটি অবহেলিত হয়েছে। ২০৪০ সাল নাগাদ এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ শেষ হতে পারত। সেটা আমরা ছ’ বছরে করলাম।”

মানবিক বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমানের সেই সুমিত্রা দিতে পারবেন সব পরীক্ষাই

স্টাফ রিপোর্টার, বর্ধমান: মানবিকতার নজির গড়তে চলেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্মার্টফোন না থাকার কারণে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করা থেকে শুরু থেকে পরীক্ষার সূচিও জানতে পারেননি বর্ধমান মহিলা কলেজের ছাত্রী সুমিত্রা সোরেন। একটি পরীক্ষাও দিতে পারেননি তিনি। শনিবার সেই ছাত্রীর আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে আগামীদিনের পরীক্ষাগুলিতে বসতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, যে পরীক্ষাটি সুমিত্রা দিতে পারেননি সেই পরীক্ষাটিও যাতে দ্রুত ‘সাপ্লিমেন্টারি’ পরীক্ষা হিসাবে নেওয়া যায়, তারও ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু ওই ছাত্রীই নয়, আরও যে সব পড়ুয়া এই ধরনের সমস্যায় পড়েছেন তাঁদের বিষয়টিও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর। শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার স্নাতক তৃতীয়বর্ষের বাংলা পরীক্ষায় বসতে পারেননি সুমিত্রা। তিনি ফর্ম ফিলআপই করতে পারেননি। পরীক্ষার দিন কলেজে এসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েও সেদিন আর পরীক্ষায় বসা হয়নি তাঁর। শনিবার ওই ছাত্রীকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠান। আগামীদিনের পরীক্ষাগুলি তিনি যাতে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়। খুব খুশি সুমিত্রা। বর্ধমান মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মল্লিকা চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আপাতত পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এই কলেজের আরও এক ছাত্রীও একই সমস্যা পড়েছিলেন। তাঁরও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরি এদিন বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মানবিকতার নজির তৈরি করল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে তা পূরণ করবে। কোনও পরীক্ষার্থী যাতে আর সমস্যায় না পড়েন তার জন্য অনলাইন ও অফলাইন ব্যবস্থা রাখা হোক।” বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, করোনাজনিত পরিস্থিতিতে পুরো বিষয়টিই মানবিকভাবে দেখছেন তাঁরা। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিখিতভাবে আবেদন করলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রেজাল্টের বিষয়টি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আত্মহত্যাই করেছেন সুশান্ত : এইমস

নয়াদিল্লি : অকালপ্রয়াণের সাড়ে তিন মাস পরে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুজট কাটল। এইমসের যে মেডিক্যাল বোর্ড অভিনেতার মৃত্যুর ফরেনসিক তদন্ত করছিল, তারা জানিয়ে দিল, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন সুশান্ত। প্যানেলের নেতৃত্বে থাকা ডক্টর সুধীর গুপ্ত বলেছেন, হত্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। “সুশান্তের মৃত্যু খুন নয়, আত্মহত্যা। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। সিবিআইকে আমরা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিয়েছি,” বলেছেন তিনি। ডক্টর গুপ্ত আরও জানিয়েছেন, সুশান্তের গলার দাগ আত্মহত্যার নির্ণায়ক। তা ছাড়া, তাঁর শরীর বা জামাকাপড়ে জোরজবরদস্তির চিহ্ন ছিল না। সুশান্তের শরীরে বিষ বা মাদকও পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, সিবিআই এবার আত্মহত্যার তদন্ত করবে।

গত ১৪ জুন বান্দ্রার ফ্ল্যাটে ৩৪ বছরের সুশান্তের মরদেহ আবিষ্কার হয়। তাঁর পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছেন, খুন করা হয়েছে সুশান্তকে। প্রায় দু’মাস আগে তদন্তে নেমেছিল সিবিআই। মুম্বই পুলিশ বলেছিল, সুশান্ত আত্মহত্যা করেছেন। কুপার হসপিটালের ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও আত্মহত্যার উল্লেখ ছিল। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং এদিন বলেছেন, “আমাদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু এইমসের রিপোর্ট প্রমাণ করে দিল, আমরা ঠিক।”

সুশান্তের মৃত্যুজট কাটার পরপর বলিউডে মাদকযোগ নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয়কুমার। এক ভিডিওতে তিনি বলেছেন, “এতদিন অনেক কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। সুশান্ত সিং রাজপুতের আকস্মিক মৃত্যুতে এমন কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে, আপনাদের মতো যা আমাদেরও পক্ষেও কষ্টের। এসব তথ্য আমাদের বাধ্য করেছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অসুখগুলো খতিয়ে দেখতে। মিথ্যা বলতে পারব না যে, এখানে মাদক সমস্যার অস্তিত্ব নেই। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মাদক সমস্যা আছে। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, সবাই এর সঙ্গে জড়িত। হাতজোড় করে বলছি, আমাদের সবাইকে এক চোখে দেখবেন না।”

কঙ্গনা রানাওয়াতও চুপ করে থাকেননি। বলিউড ‘মাফিয়া’র বিরুদ্ধে ফের তোপ দেগেছেন। “প্রতিভাবান তরুণরা অকারণে আত্মহত্যা করে না। সুশান্ত বলেছিল ওকে কোণঠাসা করা হচ্ছে। মুভি মাফিয়া ওর উপর নির্যাতন করছে। প্রাণের ভয়ে ছিল সুশান্ত। ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল,” টুইট করেছেন কঙ্গনা। তিনটে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন অভিনেত্রী। “যে বড় প্রযোজনা সংস্থাগুলো সুশান্তকে একঘরে করেছিল, তারা কারা? মিডিয়া কেন সুশান্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল? এবং, মহেশ ভাট কেন মনস্তত্ত্ব নিয়ে এত কথা বলছিলেন?”

রিয়া চক্রবর্তীর তাহলে কী হবে? সুশান্তের প্রেমিকা হত্যার অভিযোগ থেকে হয়তো নিষ্কৃতি পেলেন, কিন্তু মাদকতদন্ত থেকে নয়। কারণ নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের তদন্ত সিবিআই বা ইডি-র সঙ্গে জড়িত নয়। সুতরাং মাদকযোগে শাস্তি পেতে পারেন রিয়া।

বাড়ির বাইরে মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন,
প্রতিনিয়ত সাবান দিয়ে হাত ধোবেন,
রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলুন